তারিখ 13 FEB 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

বেতকাপা পশ্চিমপাড়া সর. প্রাথ. স্কুল

শিক্ষার্থী শূন্য বিদ্যালয় গরু-ছাগলের গোয়াল!

সংবাদদাতা, পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর বেতকাপা ইউপির বেতকাপা পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ম-স্বজনপ্রীতি ও উদাসিনতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ছাত্রছাত্রী বঞ্চিত হচ্ছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়টিতে ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে সহকারী শিক্ষক সেতারা বেগম মাতৃকালীন ছুটিতে রহিয়াছে। অপর সহকারি শিক্ষক আব্দুল হাই গাটু ৭ম শ্রেণীর ছাত্রীকে নিয়ে উধাও। প্রধান শিক্ষক আহসান হাবিব ও সহকারি শিক্ষক অতুল চন্দ্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকলেও ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার কোন তৎপরতা নেই। শিক্ষা অফিসের সহকারী শিক্ষা অফিসারের সঠিক তদারকি ও উদাসিনতার কারণে প্রায় ৫৯ লাখ টাকা ব্যয় বরাদ্দে নতুন ভবনে ছাত্রছাত্রী না থাকার কারণে বিদ্যালয়টি গরু-বাছুরের গোয়াল ঘরে পরিণত হয়েছে। গত শনিবার সকাল সোয়া ১১টার সময় অত্র এলাকার অভিভাবকদের অভিযোগে সাংবাদিকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলে সহকারী শিক্ষক অতুল চন্দ্র উপস্থিত পাওয়া যায়। প্রধান শিক্ষক আহসান হাবিব সাংবাদিক দেখে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেন। গত বছর বিদ্যালয়টিতে ব্যাপক অনিয়ম বিরাজ করছে। অথচ উপজেলা শিক্ষা অফিসার এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। চলতি বছরে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত হাজিরা খাতায় মাত্র ৫৯ জন ছাত্রছাত্রী লিখে রেখেছে। বাস্তবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শূন্য। অপরদিকে, সহকারী শিক্ষক আব্দুল হাই গাটু বিদ্যালয়ের প্রতিবেশী অসহায় গরিব একই গ্রামের দিনমজুর আঃ মতিনের মেয়ে মুরারীপুর ওসমান গণি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী মরিয়ম আক্তারকে (১২) নিয়ে উধাও হওয়ার ঘটনায় তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের হয়। তবে উল্লেখিত বিদ্যালয় শিক্ষার্থী শূন্য এলাকাবাসী সূত্রে আরো জানা যায়, অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পাঠদানে যথেষ্ট অনিহা। সঠিকভাবে পড়া লেখা না হওয়ার কারণে এলাকার লোকজন তাদের ছেলে-মেয়েদের অন্যত্র বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেয়। তবে উপজেলা শিক্ষা অফিস যথাযথভাবে তদারকি ও জবাবদিহিতা আনলে বিদ্যালয়টিতে আজ শিক্ষার্থী শূন্য হতো না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন। এ ব্যাপারে অত্র বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আব্দুর রশিদ ও সদস্য ফারুককে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী শূন্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে শিক্ষকদের অনিয়মের কথাই উল্লেখ করেন।